মেহেরপুরে ভৈরব নদে ডুবে মাদরাসা ছাত্র নিহত

ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে আবু সাঈদ (১২) নামে এক মাদরাসা ছাত্র নিহত হয়েছে।

নিহত আবু সাঈদ মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে ও স্থানীয় দারুল কোরআন হাফেজিয়া মাদরাসার হেফজো বিভাগের ছাত্র। (৪ পারার হাফেজ)।

আজ মঙ্গলবার (২৭ জুন) বিকালে এই ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মাদরাসা থেকে বাড়ি এসে সাঈদ গোসল করতে ভৈরব নদে যায়। তার পর আর ফিরে আসেনি। ১ ঘন্টা পার হয়ে গেলে বাড়ির লোকজন তাকে খুজতে গিয়ে ভাসতে দেখে। পরে মরদেহ উদ্ধার করেন।

মেহেরপুরে ইয়াংবাংলা ফিউচার লিডার্স এর উদ্যোগে আনন্দ র্যালি

স্মার্ট মেহেরপুর গড়ার লক্ষে ইয়াংবাংলা ফিউচার লিডার্স এর উদ্যোগে এক আনন্দ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে র্যালী শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।পার্কে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়াংবাংলা ফিউচার লিডার্স এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আদিব হোসেন আসিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পত্নি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইয়াংবাংলা ফিউচার লিডার্স এর সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন, অন্যতম সদস্য এসএম কুতুব উদ্দীন, সুমন আযম প্রমুখ।

এসময় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, আওয়ামী মহিলা লীগ, মহিলা যুবলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কোরবানির ঈদ বাজারে দেশীয় অস্ত্রের দামবৃদ্ধি

ঈদুল আজহা আমাদের দোরগোড়ায়। ঈদকে ঘিরে বেশ ভীড় জমছে দেশীয় অস্ত্র বিক্রির দোকানগুলোতে। কোরবানির পশু জবাই এবং মাংস কাটার জন্য ব্যবহৃত হবে চাপাতি, হাঁসুয়া, চাকু, বটি, ছুরি, ছোট’দা সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র। ক্রেতাদের ভীড়ের মধ্যে দেশীয় অস্ত্রগুলোর দামও দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামের কামারশালায় এখন আর তেমন একটা ভীড় নেই। বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হচ্ছে লোহার তৈরি দেশীয় অস্ত্র। স্বল্প সময়ে ঝামেলা ছাড়াই এসব দেশীয় অস্ত্র ক্রয় করছেন ক্রেতারা। কোরবানির পশু জবাই ও মাংস কাটার জন্য ছোট’দা, চাপাতি, হাঁসুয়া, চাকু, বটি, ছুরি প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রি করতে এসেছেন অসংখ্য ব্যবসায়ী।

এসব লোহার তৈরি দেশীয় অস্ত্র সামগ্রী স্বাভাবিক বাজারের চেয়ে ঈদ বাজারে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুন। ছোট’দা এখন বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা মূল্য যা স্বাভাবিক বাজারে ৩২০ টাকা মূল্য বিক্রি হয়। চাপাতি বিক্রি হচ্ছে ৩০০-৩৫০ টাকা মূল্য যা স্বাভাবিক বাজারে বিক্রি হয় ১৮০-২৫০ টাকা মূল্য। ছুরি বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২৫০ টাকা পর্যন্ত যা স্বাভাবিক বাজারে বিক্রি হয় ৭০-১২০ টাকা মূল্যেতে।

কামারশাল থেকে প্রস্তুত করে লোহার তৈরি দেশীয় অস্ত্রগুলো

ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছেন। তবে তারা বলছেন লোহার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এসমস্ত দেশীয় অস্ত্র সামগ্রীর দাম বাড়ানো হয়েছে।

গত (২৬জুন) সোমবার জেলার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যখ্যাত বাজার বামন্দীতে সাপ্তাহিক হাটের দিন দেখা মিলে প্রায় ১০-১২ জন ব্যবসায়ীর। যারা লোহা ক্রয় করে কামারশালা থেকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসারে জীবিকা নির্বাহ করেন।

লোহার তৈরি দেশীয় অস্ত্র কামারশালা থেকে প্রস্তুত করে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের আব্দুল গফুর। তিনি বলেন, ঈদকে সামনে রেখে বর্তমানে এসমস্ত দেশীয় অস্ত্র সামগ্রী স্বাভাবিক বাজারের চেয়ে একটু বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। স্বাভাবিক বাজারের চেয়ে এখন চাহিদা বেশি তাই দাম বাড়ানো হয়েছে।

ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলী বলেন, এসমস্ত দেশীয় অস্ত্র সামগ্রী তৈরি করতে লোহার পাশাপাশি কামারশালয় কয়লার দরকার হয়। এখন লোহার দাম বেড়েছে; তাছাড়া এখন কয়লার দাম বেশি সেজন্য স্বাভাবিক ভাবে দাম বেড়েছে তবে ঈদের জন্য সামান্য কিছু বাড়তি দাম ধরা হচ্ছে।

আরেকজন ব্যবসায়ী কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের মাসুদুর রহমান বলেন, অন্য হাটের চেয়ে ঈদের সিজনের হাট বলে মালামাল বেশি বিক্রি হচ্ছে, বামন্দী বাজারে বেচাকেনা বেশি হয় বলে আমি দূর থেকে প্রতি সপ্তাহে বামন্দী হাটে আসি। এখানে সিজন-অফসিজন সবসময়ই কমবেশি হয়।

কোরবানির পশু জবাইয়ের জন্য ছুড়ি কিনতে আসা ওয়াসিউল ইসলাম বলেন, দাম বেশি হলেও প্রয়োজনের তাগিদে কিনতে হবে। তাছাড়া কামারশাল থেকে তৈরি করতে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে। সেজন্য এখান থেকে কিনলাম।

মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গণবিজ্ঞপ্তি জারি

মেহেরপুৃরে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আগামীকাল বুধবার (২৮ জুন) থেকে শুক্রবার (৩০ জুন) পযন্ত মেহেরপুর জেলায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে, রাস্তা বা উন্মুক্ত ট্রাকে বা ভ্যানে সাউন্ড বক্স, লাউড স্পিকার দ্বারা উচ্চস্বরে গান বাজানো, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি কিংবা নৃত্য প্রদর্শন, জনমানুষের জন্য বিরক্তি উদ্রেগকারী আচরণ, পটকাবাজী, পটকা ক্রয়-বিক্রয়, উচ্চ গতিতে হর্ণ বাজিয়ে মোটর বাইক চলাচল ও সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জনস্বার্থে এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও গণবিজ্ঞপ্তিতে লিখিত ভাবে বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে কাঁচা মরিচের কেজি ৩০০ টাকা

মেহেরপুরে কাঁচা বাজারে গত কয়েকদিন ধরে বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম। গতকাল সোমবার মেহেরপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ।

মেহেরপুর বড় বাজারে কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে খুচরা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি দরে। যা গত এক সপ্তাহ আগে ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি ছিল। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচ দাম ছাড়িয়েছে দ্বিগুণ।

বড় বাজার এলাকার খুচরা বিক্রেতাদের দাবি, বৃষ্টির অভাবে কাঁচা মরিচের গাছ মরে যাচ্ছে। কৃষকদের মরিচের গাছ মরে যাওয়ায় ফলন কমে গেছে। বাজারে মরিচ আমদানি কমে গেছে।

গাংনী বাজারের খুচরা বিক্রেতা খলিলুর রহমান জানান, বিভিন্ন পণ্যের দাম কিছুটা বেশি থাকায় ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতিদিনই কথা কাটাকাটি হয়। এরমধ্যে হঠাৎ কাঁচা মরিচের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হওয়ায় ক্রেতাদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

গাংনী বাজারের কাঁচামাল ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, কৃষকরা গত কয়েকদিন ধরে আগের মতো কাঁচা মরিচ সরবরাহ করতে পারছে না। আমদানি কমে যাওয়ায় দামও বেড়ে গেছে।

এনজিও চাকরিজীবী নাইম হোসেন কাঁচাবাজার করতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে এমনিতেই নাভিশ্বাস ক্রেতাদের। এর মধ্যে প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় প্রয়োজন এমন পণ্য কাঁচা মরিচের দাম বৃদ্ধি চিন্তার বিষয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং হচ্ছে না বলেই এমনটা হচ্ছে।’

এদিকে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায় বলে অভিযোগ ক্রেতাদের।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, রেগুলার বাজার মনিটারিং হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর ছাড়াও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আরও জোরালোভাবে বাজার মনিটারিং করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃষ্টিতে ভোগান্তি কোরবানির পশু বেচাকেনায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সর্ববৃহৎ বামন্দী নিশিপুর পশুহাটে শেষ মুহুর্তে কোরবানির পশু বিক্রি করে বেপারীদের মতোই ক্রেতারাও স্বস্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টিতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে কোরবানি পশু বেচাকেনার জন্য আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের। তবে তূলনামূলক কম দামে কোরবানির পশু কিনতে পেরে ভোগান্তির মধ্যেই খানিকটা খুশী ছিলো ক্রেতারা।

বামন্দী নিশিপুর পশুহাটের ইজারাদারের তথ্য অনুযায়ী (২৬শে জুন) সোমবার ছিলো ঈদের পূর্বে কোরবানির পশু বেচাকেনার শেষ হাট। বামন্দীতে প্রতি শুক্রবার ও সোমবার সাপ্তাহিক পশুহাট বসে। স্বাভাবিক বেচাকেনার সাথে প্রতি ঈদের সময় ব্যাপকভাবে পশু বেচাকেনা যোগ হয়। সোমবার সকল থেকে বিকেল পর্যন্ত দেড় হাজার গরু ও দুই হাজার ছাগল ক্রয়বিক্রয় হয়েছে বলে জানান ওই হাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ।

কোরবানির পশু গরু বিক্রি করতে আসা শোলমারি গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, আমি পারিবারিক ভাবে একটি গরু পালন করেছিলাম। গরুটির দাম ধরেছিলাম দেড় লাখ টাকা কিন্তু বৃষ্টি আর বেপারী স্বল্পতায় গরুটি বিক্রি করতে হয়েছে এক লাখের কিছু বেশি টাকাতে। আজকে ঈদের আগে শেষ হাট তাই কিছুটা কমদামে গরুটি বিক্রি করতে হয়েছে। লোকসান না হলেও আশানুরূপ লাভ হয়নি।

তেতুলবাড়িয়া গ্রামের গরুর বেপারী আবুল সরদার বলেন, ঈদের আগে দুটি হাটেই আমাদের ভালো লাভ হয়নি। কিছুই করার নেই বৃষ্টির জন্য অল্প দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

আরেকজন গরু বিক্রেতা সহড়াতলা গ্রামের আব্দুল আওয়াল বলেন, আজকে বিক্রেতা কম থাকায় গরুর দাম অনেকটা কমে গেছে। তারপর আবার দফায় দফায় বৃষ্টিতে হাটে মানুষ দাড়াতে পারেনি। তবে খুব একটা বেশি লাভ হয়নি বেপারীদের।

কোরবানির পশু গরু কিনতে আসা তেরাইল গ্রামের কাফিরুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির ভোগান্তি থাকলেও কম দামেই গরু কিনতে পেরেছি। এলাকার বাইরের গরু কেন পার্টি আজ খুব কম ছিলো তাই এই সুবিধা পেয়েছি আমরা।

কোরবানির পশু কিনতে আসা আরেকজন মেহেরপুর সদর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের আইয়ুব আলী বলেন, কোরবানি দেওয়ার জন্য একটা ছাগল আর একটা গরু কিনলাম; গরু কম দামেই কিনতে পেরেছি কিন্তু ছাগলের বাজার চড়া থাকাই কম দামে কিনতে পারিনি। আর বৃষ্টিতে কাঁদা-গোবর লেগে পোশাকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

মেহেরপুরে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

পোড়া তেল ব্যবহার, পূর্বের বাসি খাবার ফ্রিজে রেখে পুনরায় রান্না করে খাওয়ানোসহ বিভিন্ন অভিযোগে রেস্টুরেন্টে ও অননুমোদিত ও নিম্নমানের কসমেটিকস বিক্রির অভিযোগ দুটি দোকানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬শে জুন) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক জেলা শহরের মহিলা কলেজ রোড ও বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, শহরের মহিলা কলেজ রোডে মেসার্স সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে পোড়া তেল ব্যবহার, পূর্বের বাসি খাবার ফ্রিজে রেখে পুনরায় রান্না করে খাওয়ানো, মেয়াদ বিহীন বার্গার ও স্যান্ডউইচ এর ব্রেড ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি না মানাসহ বিভিন্ন অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় ওই রেস্টুরেন্টের বাসি খাবার ও পোড়া তেল জব্দ করে নষ্ট করা হয়।

এছাড়া মেসার্স পিংক লেডি কসমেটিকসকে অননুমোদিত ও নিম্নমানের কসমেটিকস বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ করে বিক্রয় ও অন্যান্য অপরাধে ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

এসময় তাকে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম। মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ৬ লাখ টাকা খোয়ালেন গরু ব্যবসায়ী

মেহেরপুরের গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ৬ লাখ টাকা খোয়ালেন তহিদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক গরু ব্যবসায়ী।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে বামন্দী পশু হাটে আসার সময় এ ঘটনা ঘটে। তহিদুল ইসলাম মিরপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকার সাইফুল বিশ্বাসের ছেলে। অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়া তহিদুলকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তহিদুল ইসলাম গরু কেনার জন্য বাড়ি থেকে বামুন্দী পশু হাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মিরপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে লোকাল বাসে তিনি বামুন্দীর দিকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাকে অচেতন করে তার কোমরে থাকা ব্যাগের মধ্য থেকে ৬ লাখ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা। অসুস্থ অবস্থায় তোহিদুলকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারে নামিয়ে দিয়ে বাসটি চলে যায়। এ সময় স্থানীয়রা তার কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা শুনে হাসপাতালে ভর্তির উদ্যোগ নেয়। পরে বামন্দী পশু হাটে থাকা তার স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তৌহিদুলকে নিয়ে কুষ্টিয়ার মিরপুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, দুই সপ্তাহ আগে একইভাবে দুই ব্যবসায়ীকে অচেতন করে আড়াই লাখ টাকা নিয়ে যায় অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা।

গাংনীতে পবিত্র ঈদুল আযহার প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৬জুন) সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা সভাপক্ষে এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্তর্বর্তীকালিন জামিন পেলেন সাংবাদিক তুহিন আরন্য

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলায় এক সপ্তাহ কারাবাসের পর অন্তর্বর্তীকালিন জামিন পেলেন সাংবাদিক তুহিন আরন্য।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক অন্তর্বর্তীকালিন জামিন আদেশ দেন। মামলার পরবর্তি ধার্য দিনগুলোতে হাজির হওয়ার শর্তে এ আদেশ দেন।

সাংবাদিক তুহিন আরন্য বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন বাংলাভিশনের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং জাতীয় দৈনিক দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ডটকম এর মেহেরপুর প্রতিনিধি।

মামলায় আসামি পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনসহ একদল আইনজীবী এবং

রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

আগে গত মঙ্গলবার (২০ জুন) মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, আসামির জামিনের বিরোধীতা করেছিলাম। বিজ্ঞ বিচারক আসামির অন্তর্বর্তীকালিন জামিন আদেশ দিয়েছেন।

আসামির পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, অধিকাংশ আইনজীবী আসামির পক্ষে আদালতের জামিনের জন্য দাড়িয়েছিলেন। বিজ্ঞ আদালত জামিন মঞ্জুর করেছেন। এর বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি।

তার কয়েকদিন আগে ১৫ জুন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে

মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

এ সংক্রান্ত নিউজ আরও পড়ুন

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে সাংবাদিক আবু আক্তার, রেক্সোনাসহ ৩ জন কারাগারে